ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৪৭০

আগরতলা,১৬ জানুয়ারি,২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

"পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালের স্যালাইন বন্ধ হলো জিবি, আইজিএমে", এই শিরোনামে আজ (১৬ জানুয়ারি, ২০২৫) দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো হচ্ছে যে, স্যালাইনের কোনওরকম সংকট জিবিপি এবং আইজিএম হাসপাতালে নেই। সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরেও পর্যাপ্ত পরিমাণে আইভি ফ্লুইড মজুত আছে। পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যাল সংক্রান্ত অভিযোগগুলি আসার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ২০২৪ সালে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে কর্ণাটকের বাল্লারিতে কর্ণাটকের হাসপাতালে কম্পাউন্ড সোডিয়াম ল্যাকটেট ইনজেকশন আইভি (রিঙ্গার ল্যাকটেট সলিউশন) দেওয়ার পরে চারজন স্তন্যদানকারী মায়ের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়ার পরই ডেপুটি ড্রাগ কন্ট্রোলারের পক্ষ থেকে রাজ্যে বিভিন্ন ওষুধের দোকানে অভিযান চালানো হয়। কিন্তু ওষুধের দোকানগুলিতে এই ইনজেকশন পাওয়া যায়নি। এদিকে জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল স্টোরে চারটি ব্যাচের এই ওষুধ পাওয়া যায়, যা থেকে গত ৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ চারটি স্যাম্পল কালেকশন করা হয়। সেগুলি গুয়াহাটিস্থিত রিজিওন্যাল টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়। কিন্তু পরীক্ষার ফলাফল এখনও হাতে আসেনি। আশা করা যায় খুব শীঘ্রই পরীক্ষার ফলাফল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের হাতে এসে পৌঁছাবে। পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালের ডিএনএস, এনএস, আরএল এই স্যালাইনগুলি নিয়ে অভিযোগ উঠার পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৫ জানুয়ারি, ২০২৫ জিবিপি হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট এক আদেশে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালের কোনও স্যালাইন আপাতত ব্যবহার না করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এদিকে জিবিপি হাসপাতালে স্যালাইনের জন্য যাতে রোগীদের কোনও অসুবিধা না হয়, সেজন্য ইতিমধ্যে পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকার থেকে এনএস ১০ হাজার, ডিএনএস ৫ হাজার এবং আরএল ৫ হাজার আইভি ফ্লুইড জিবিপি হাসপাতালকে প্রদান করা হয়েছে। এদিকে স্বাস্থ্য অধিকার থেকে এনএস ৪ হাজার, ডিএনএস ২ হাজার এবং আরএল ৩ হাজার জিবিপি হাসপাতালকে প্রদান করা হয়েছে।

এদিকে আইজিএম হাসপাতালে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালের রিঙ্গার ল্যাকটেট সলিউশন মজুত নেই। যে ব্যাচের স্যালাইন নিয়ে অভিযোগ উঠেছে, সেই ব্যাচের কোনও স্যালাইন আইজিএম হাসপাতালে মজুত নেই। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালের ২০২৩ সালের যে আইভি ফ্লুইড রয়েছে, সেগুলি আপাতত ব্যবহার না করার জন্য আইজিএম হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট আদেশ দিয়েছেন। এদিকে আইজিএম হাসপাতালকে মোট ২৬০০ আইভি ফ্লুইড সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর থেকে আজ প্রদান করা হয়েছে।

*****